রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

২০১৯ সনের ৩৩ নং

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, আগস্ট ১৫, ২০১৯

সূচিপত্র

		পৃষ্ঠা নং
১ম	খণ্ড—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলি সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৪১১—৪১৮
২য়	খণ্ড—প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট ব্যতীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত যাবতীয় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলি ইত্যাদি বিষয়ক প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৮৯৩—৯২৮
৩য়	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৪র্থ	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত পেটেন্ট অফিস কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ ইত্যাদি।	নাই
৫ম	খণ্ড—বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি।	নাই
৬ষ্ঠ	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, সরকারী চাকুরী কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	২৭৩৭—২৭৫২
৭ম	খণ্ড—অন্য কোন খণ্ডে অপ্রকাশিত অধস্তন প্রশাসন কর্তৃক জারীকৃত অ-বিধিবদ্ধ ও বিবিধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৮ম	খণ্ড—বেসরকারি ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।	নাই
	ক্রোড়পত্র—সংখ্যা	
	(১) .....সনের জন্য উৎপাদনমুখী শিল্পসমূহের শুমারী।	নাই
	(২) .....বৎসরের জন্য বাংলাদেশের লিচুর চূড়ান্ত আনুমানিক হিসাব।	নাই
	(৩) .....বৎসরের জন্য বাংলাদেশের টক জাতীয় ফলের আনুমানিক হিসাব।	নাই
	(৪) .....কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৎসরের চা উৎপাদনের চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিক হিসাব।	নাই
	(৫) .....তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে বাংলাদেশের জেলা এবং শহরে কলেরা, গুটি বসন্ত, প্লেগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রমণ ও মৃত্যুর সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান।	নাই
	(৬) .....তারিখে সমাপ্ত বাৎসরিক মহাপরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত বাৎসরিক গ্রন্থ তালিকা।	নাই

১ম খণ্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলি সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
বিধি অনু বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১২ আষাঢ় ১৪২৬ বঙ্গাব্দ/২৬ জুন ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

নং **০৫.০০.০০০০.১৭৩.০৮.০০১.১৭১২৯**—ALLOCATION OF BUSINESS AMONG THE DIFFERENT MINISTRIES AND DIVISIONS (Schedule I of The Rules of Business. 1996) (Revised up to April 2017) এর Ministry of Public Administration অংশে ৩৭ নম্বর ক্রমিকে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের চাহিদা মোতবেক নিম্নে উল্লিখিত ৮ টি ইউনিয়ন পরিষদের সাধারণ নির্বাচন উপলক্ষ্যে ভোট গ্রহণের দিন ১১ জুলাই, ২০১৯ তারিখ বৃহস্পতিবার সংশ্লিষ্ট নির্বাচনি এলাকায় সকল সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও বেসরকারি অফিস প্রতিষ্ঠান/সংস্থায় কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং সরকারি, বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক/কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ভোটাধিকার প্রয়োগ ও ভোট গ্রহণের সুবিধার্থে নির্বাচনকালীন (সংশ্লিষ্ট নির্বাচনি এলাকায় যদি কোন পাবলিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় তাহলে পরীক্ষার কেন্দ্রসমূহ ও পরীক্ষা সংশ্লিষ্ট শিক্ষক/কর্মচারীগণ সাধারণ ছুটির আওতা বহির্ভূত থাকবে এ শর্তে) সাধারণ ছুটি ঘোষণা করা হলো।

ক্রমিক নম্বর	জেলার নাম	উপজেলার নাম	ইউনিয়নের নাম	নির্বাচনের নাম
১।	পটুয়াখালী	পটুয়াখালী সদর	১। কমলাপুর, ২। ভুরিয়া	সাধারণ নির্বাচন
২।	ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ সদর	৩। খাগডহর, ৪। চর ঈশ্বরদিয়া, ৫। চর নিলক্ষীয়া, ৬। দাপুনিয়া, ৭। ভাবখালী, ৮। সিরতা	

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

এস. এম. শাহীন
সিনিয়র সহকারী সচিব।

মোঃ তারিকুল ইসলাম খান, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

অর্থ মন্ত্রণালয়
আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ
(বীমা অধিশাখা)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৮ আষাঢ় ১৪২৬/০২ জুলাই ২০১৯

নং **৫৩.০০.০০০০.৪১১.০৫.০০১.১৯-২৬৪**—গত ০২ নভেম্বর ২০০৯ তারিখের প্রজ্ঞাপন নং-অম/অবি/ব্যাআপ্র/প্রশা-৬/ইনসিওরেন্স একাডেমি/২০০৯/১৮৭ মূলে গঠিত বাংলাদেশ ইনসিওরেন্স একাডেমি'র বোর্ড অব গভর্ণরস এ **"বীমা এসোসিয়েশন মনোনিত"** ক্যাটাগরিতে নিযুক্ত সন্মানিত দুইজন সদস্য (এম. মঈদুল ইসলাম ও মুজিব-উদ-দৌলাহ) মৃত্যুবরণ করায় তাঁদের স্থলে উক্ত ক্যাটাগরিতে নিম্নোক্ত ব্যক্তিদের নিয়োগ প্রদান করা হ'ল—

১। শেখ কবির হোসেন, প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ ইনসিওরেন্স এসোসিয়েশন

২। প্রফেসর রুবিনা হামিদ, প্রথম ভাইস-প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ ইনসিওরেন্স এসোসিয়েশন

২। জনস্বার্থে জারিকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাম্মদ ইফতেখার হোসেন
উপসচিব।

(কেন্দ্রীয় ব্যাংক শাখা)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৭ আষাঢ় ১৪২৬/০১ জুলাই ২০১৯

নং **৫৩.০০.০০০০.৩১১.১১.০০৮.১৭-৩৪৮**—বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক আদেশ, ১৯৭৩ এর ৭ ও ৮ ধারার বিধান অনুযায়ী বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের পরিচালক জনাব মোঃ নাসির উদ্দিন আহমেদ এর স্থলে জনাব মোঃ নুরুল ইসলাম, সাবেক ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার, বংলাদেশ ব্যাংক-কে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের পরিচালক হিসেবে তাঁর যোগদানের তারিখ হতে সর্বোচ্চ ০৩ (তিন) বছরের জন্য নিয়োগ দেয়া হলো।

২। জনস্বার্থে জারিকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ মহিন উদ্দিন
সহকারী প্রধান।

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও বিচার বিভাগ
বিচার শাখা-৬

আদেশাবলি

তারিখ : ২৯ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ/১২ জুন, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

নং আর-৬/৭এন-২৪/২০১৯-২৫৭—সরকার নোটারী অধ্যাদেশ, ১৯৬১ (১৯৬১ সালের ১৯ নং অধ্যাদেশ) এর ৩ ধারার অর্পিত ক্ষমতাবলে ঢাকা জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্য অ্যাডভোকেট জনাব আবু ছাইদ, পিতা-মরহুম আবদুস ছাত্তার-কে সমগ্র বাংলাদেশ অধিক্ষেত্রের জন্য নোটারী হিসাবে কার্য সম্পাদনের নিমিত্ত এতদ্বার নিম্নবর্ণিত শর্তাবলি সাপেক্ষে এই সার্টিফিকেট প্রদানের তারিখ হইতে ৩ (তিন) বৎসরের মেয়াদের জন্য নিয়োগ করিল :

(ক) যদি উপরোক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পরে নোটারীরূপে কাজ করিতে ইচ্ছুক হন, তাহা হইলে উক্ত মেয়াদ শেষ হইবার অন্ততঃ তিন মাস পূর্বে উল্লিখিত অধ্যাদেশের ৫(২) ধারার অধীন আবেদন পেশ করিবেন;

(খ) ১৯৬৪ সনের নোটারী বিধিমালা ১৯ নং ফরমে প্রতি বৎসর জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববর্তী বৎসরের নোটারীরূপে সম্পাদিত যাবতীয় কার্যের একটি বিবরণী (রিটার্ন) সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

নং আর-৬/৭এন-২২/২০১৯-২৫৮—সরকার নোটারী অধ্যাদেশ, ১৯৬১ (১৯৬১ সালের ১৯ নং অধ্যাদেশ) এর ৩ ধারার অর্পিত ক্ষমতাবলে ঢাকা জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্য অ্যাডভোকেট জনাব এস, এম, রহিম উদ্দিন, পিতা-মরহুম শেখ মোহাম্মদ আলাউদ্দিন-কে সমগ্র বাংলাদেশ অধিক্ষেত্রের জন্য নোটারী হিসাবে কার্য সম্পাদনের নিমিত্ত এতদ্বার নিম্নবর্ণিত শর্তাবলি সাপেক্ষে এই সার্টিফিকেট প্রদানের তারিখ হইতে ৩ (তিন) বৎসরের মেয়াদের জন্য নিয়োগ করিল :

(ক) যদি উপরোক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পরে নোটারীরূপে কাজ করিতে ইচ্ছুক হন, তাহা হইলে উক্ত মেয়াদ শেষ হইবার অন্ততঃ তিন মাস পূর্বে উল্লিখিত অধ্যাদেশের ৫(২) ধারার অধীন আবেদন পেশ করিবেন;

(খ) ১৯৬৪ সনের নোটারী বিধিমালা ১৯ নং ফরমে প্রতি বৎসর জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববর্তী বৎসরের নোটারীরূপে সম্পাদিত যাবতীয় কার্যের একটি বিবরণী (রিটার্ন) সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

তারিখ : ০৪ আষাঢ় ১৪২৬ বঙ্গাব্দ/১৮ জুন ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

নং আর-৬/৭এন-২৬/২০১৯-২৬১—সরকার নোটারী অধ্যাদেশ, ১৯৬১ (১৯৬১ সালের ১৯ নং অধ্যাদেশ) এর ৩ ধারার অর্পিত ক্ষমতাবলে মৌলভীবাজার জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্য অ্যাডভোকেট জনাব ফণী লাল ধর, পিতা-মৃত কৃপাময় ধর-কে সমগ্র বাংলাদেশ অধিক্ষেত্রের জন্য নোটারী হিসাবে কার্য সম্পাদনের নিমিত্ত এতদ্বার নিম্নবর্ণিত শর্তাবলি সাপেক্ষে এই সার্টিফিকেট প্রদানের তারিখ হইতে ৩ (তিন) বৎসরের মেয়াদের জন্য নিয়োগ করিল :

(ক) যদি উপরোক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পরে নোটারীরূপে কাজ করিতে ইচ্ছুক হন, তাহা হইলে উক্ত মেয়াদ শেষ হইবার অন্ততঃ তিন মাস পূর্বে উল্লিখিত অধ্যাদেশের ৫(২) ধারার অধীন আবেদন পেশ করিবেন;

(খ) ১৯৬৪ সনের নোটারী বিধিমালা ১৯ নং ফরমে প্রতি বৎসর জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববর্তী বৎসরের নোটারীরূপে সম্পাদিত যাবতীয় কার্যের একটি বিবরণী (রিটার্ন) সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

তারিখ : ১২ আষাঢ়, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ/২৬ জুন, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

নং আর-৬/৭এন-২৮/২০১৯-২৭৯—সরকার নোটারী অধ্যাদেশ, ১৯৬১ (১৯৬১ সালের ১৯ নং অধ্যাদেশ) এর ৩ ধারার অর্পিত ক্ষমতাবলে গাজীপুর জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্য অ্যাডভোকেট জনাব রোকসানা আক্তার, পিতা-মরহুম বিল্লাল হোসেন-কে সমগ্র বাংলাদেশ অধিক্ষেত্রের জন্য নোটারী হিসাবে কার্য সম্পাদনের নিমিত্ত এতদ্বার নিম্নবর্ণিত শর্তাবলি সাপেক্ষে এই সার্টিফিকেট প্রদানের তারিখ হইতে ৩ (তিন) বৎসরের মেয়াদের জন্য নিয়োগ করিল :

(ক) যদি উপরোক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পরে নোটারীরূপে কাজ করিতে ইচ্ছুক হন, তাহা হইলে উক্ত মেয়াদ শেষ হইবার অন্ততঃ তিন মাস পূর্বে উল্লিখিত অধ্যাদেশের ৫(২) ধারার অধীন আবেদন পেশ করিবেন;

(খ) ১৯৬৪ সনের নোটারী বিধিমালা ১৯ নং ফরমে প্রতি বৎসর জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববর্তী বৎসরের নোটারীরূপে সম্পাদিত যাবতীয় কার্যের একটি বিবরণী (রিটার্ন) সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

নং আর-৬/৭এন-২৭/২০১৯-২৮০—সরকার নোটারী অধ্যাদেশ, ১৯৬১ (১৯৬১ সালের ১৯ নং অধ্যাদেশ) এর ৩ ধারার অর্পিত ক্ষমতাবলে ঢাকা জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্য অ্যাডভোকেট জনাব মোহাম্মদ আমিন উদ্দিন, পিতা-মোহাম্মদ রহম আলী-কে সমগ্র বাংলাদেশ অধিক্ষেত্রের জন্য নোটারী হিসাবে কার্য সম্পাদনের নিমিত্ত এতদ্বার নিম্নবর্ণিত শর্তাবলি সাপেক্ষে এই সার্টিফিকেট প্রদানের তারিখ হইতে ৩ (তিন) বৎসরের মেয়াদের জন্য নিয়োগ করিল :

(ক) যদি উপরোক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পরে নোটারীরূপে কাজ করিতে ইচ্ছুক হন, তাহা হইলে উক্ত মেয়াদ শেষ হইবার অন্ততঃ তিন মাস পূর্বে উল্লিখিত অধ্যাদেশের ৫(২) ধারার অধীন আবেদন পেশ করিবেন;

(খ) ১৯৬৪ সনের নোটারী বিধিমালা ১৯ নং ফরমে প্রতি বৎসর জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববর্তী বৎসরের নোটারীরূপে সম্পাদিত যাবতীয় কার্যের একটি বিবরণী (রিটার্ন) সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

নং আর-৬/৭এন-২৫/২০১৯-২৮১—সরকার নোটারী অধ্যাদেশ, ১৯৬১ (১৯৬১ সালের ১৯ নং অধ্যাদেশ) এর ৩ ধারার অর্পিত ক্ষমতাবলে ঢাকা জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্য অ্যাডভোকেট জনাব রুবিউন্নাহার রুবি, পিতা-মাওলানা রুহুল আমিন-কে সমগ্র বাংলাদেশ অধিক্ষেত্রের জন্য নোটারী হিসাবে কার্য সম্পাদনের নিমিত্ত এতদ্বার নিম্নবর্ণিত শর্তাবলি সাপেক্ষে এই সার্টিফিকেট প্রদানের তারিখ হইতে ৩ (তিন) বৎসরের মেয়াদের জন্য নিয়োগ করিল :

(ক) যদি উপরোক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পরে নোটারীরূপে কাজ করিতে ইচ্ছুক হন, তাহা হইলে উক্ত মেয়াদ শেষ হইবার অন্ততঃ তিন মাস পূর্বে উল্লিখিত অধ্যাদেশের ৫(২) ধারার অধীন আবেদন পেশ করিবেন;

(খ) ১৯৬৪ সনের নোটারী বিধিমালা ১৯ নং ফরমে প্রতি বৎসর জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববর্তী বৎসরের নোটারীরূপে সম্পাদিত যাবতীয় কার্যের একটি বিবরণী (রিটার্ন) সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ ফজলে এলাহী ভূইয়া

উপসচিব (প্রশাসন-২)।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
প্রাণিসম্পদ-২ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৭ আষাঢ় ১৪২৬/০১ জুলাই ২০১৯

নং ৩৩.০০.০০০০.১১৮.১৫.০১৯.১২-৩৮২—অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের সম্মতির পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ জাতীয় চিড়িয়াখানার সদর দ্বার এর প্রবেশ ফি, প্রাণি যাদুঘর ও ফিস এ্যাকুরিয়াম এবং পাবলিক টয়লেট এর ফি নিম্নোক্তভাবে পুনর্নির্ধারনের সম্মতি নির্দেশক্রমে প্রদান করা হলো। প্রজ্ঞাপন জারির তারিখ হতে পুনর্নির্ধারণের ফি কার্যকর হবে :

ক্রঃ নং	আইটেমের বিবরণ	প্রস্তাবিত ফি (টাকায়)
১।	সদর দ্বার এর প্রবেশ ফি	৫০ (পঞ্চাশ) টাকা
২।	প্রাণি যাদুঘর ও ফিস এ্যাকুরিয়াম এর প্রবেশ ফি	১০ (দশ) টাকা
৩।	পাবলিক টয়লেট ফি	০৫ (পাঁচ) টাকা

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

নিগার সুলতানা
উপসচিব।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
বস্ত্র সেল (বস্ত্র-২)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৩ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৬ বাং/২৭ মে ২০১৯ খ্রিঃ

নং **২৬.০০.০০০০.১৫২.৭৮.০১২.১৬-১১**—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার দেশের তৈরি পোশাক কারখানায় শ্রমিকদের কল্যাণ, শ্রম অধিকার ও কারখানার নিরাপদ কর্ম-পরিবেশ নিশ্চিতকল্পে সরকার, মালিকপক্ষ ও শ্রমিক পক্ষ কর্তৃক গৃহীত 'National Tripartite Plan of Action of Fire Safety and Structural Integrity in the Ready-Made Garment Sector in Bangladesh' বাস্তবায়নে অপরাপর উদ্যোগের পাশাপাশি বিদ্যমান সাবকন্ট্রাক্টিং ব্যবস্থা অধিকতর স্বচ্ছ ও জবাবদিহি করিবার লক্ষ্যে এতদ্বারা তৈরি পোশাক শিল্পে সাবকন্ট্রাক্টিং গাইডলাইন-২০১৯ জারি করিল।

২। ইহা জনস্বার্থে জারি করা হইল এবং অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ আবদুর রহিম খান
যুগ্মসচিব।

তৈরি পোশাক শিল্পে সাবকন্ট্রাক্টিং গাইডলাইন-২০১৯

যেহেতু তৈরি পোশাক খাত বাংলাদেশের রপ্তানিতে সর্বাধিক অবদান রাখাসহ কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখিতেছে;

যেহেতু বাংলাদেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিতকরণের লক্ষ্যে তৈরি পোশাক খাতের সম্প্রসারণ এবং রাপ্তানি বৃদ্ধি করা অপরিহার্য;

যেহেতু তৈরি পোশাক কারখানায় শ্রমিকদের কল্যাণ, শ্রম অধিকার ও কারখানার নিরাপদ কর্ম-পরিবেশ নিশ্চিতকল্পে সরকার, মালিকপক্ষ ও শ্রমিকপক্ষ 'National Tripartite Plan of Action of Fire Safety and Structural Integrity in the Ready-Made Garment Sector in Bangladesh' স্বাক্ষর করিয়াছে এবং উক্ত Action Plan-এর আওতায় স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক সাবকন্ট্রাক্টিং ব্যবস্থা প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে;

যেহেতু তৈরি পোশাক শিল্পে শ্রমিক কল্যাণ ও শ্রমিকদের নিরাপত্তা বিধান করিবার ক্ষেত্রে স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক সাবকন্টাক্টিং ব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ;

যেহেতু সাবকন্ট্রাক্টিং-এর ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি বিধানে একটি গাইডলাইন থাকিবার আবশ্যকতা রহিয়াছে;

সেহেতু সরকার এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ গাইডলাইন প্রণয়ন করিল—

১.০ সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রয়োগ :

১.১ এই গাইডলাইন 'তৈরি পোশাক শিল্পে সাবকন্ট্রাক্টিং গাইডলাইন-২০১৯' নামে অভিহিত হইবে।

১.২ সরকার গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা যেই তারিখ নির্ধারণ করিবে সেই তারিখ হইতে এই গাইডলাইন কার্যকর হইবে।

১.৩ ইহা বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্পে সাবকন্ট্রাক্টিং ব্যবস্থায় রপ্তানিযোগ্য পণ্য তৈরির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

১.৪ সাবকন্ট্রাক্টিং কারখানা/প্রতিষ্ঠানের নিরাপদ কর্ম-পরিবেশ ও শ্রম অধিকার নিশ্চিতকল্পে এই গাইডলাইন প্রযোজ্য হইবে।

১.৫ রপ্তারিকারক কারখানা/প্রতিষ্ঠান ও সাবকন্ট্রাক্টিং কারখানা/প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সম্পাদিত সাবকন্ট্রাক্টিং চুক্তির স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিতকল্পে এই গাইডলাইন কার্যকর হইবে।

২.০ সংজ্ঞাসমূহ : বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোনো কিছু না থাকিলে, এই গাইডলাইন-এ

২.১ 'রপ্তানি' বলিতে The Imports and Exports (Control) Act 1950 এর ২ ধারার উপ-ধারা সি-তে বর্ণিত সংজ্ঞাকে বুঝাইবে।

২.২ 'রপ্তানিকারক' বলিতে The Importers, Exporters and Indentors (Registration) Order, 1981 এর অনুচ্ছেদ ২ এর উপ-অনুচ্ছেদ এফ-এ বর্ণিত সংজ্ঞাকে বুঝাইবে।

২.৩ 'নিবন্ধন' বলিতে সাবকন্ট্রাক্টিং কারখানা/প্রতিষ্ঠানকে সংশ্লিষ্ট সংগঠনের নির্ধারিত বিধিমালা অনুসরণ করিয়া সদস্যভুক্ত হওয়াকে বুঝাইবে।

২.৪ 'সংগঠন' বলিতে তৈরি পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারকদের সংগঠন বাংলাদেশ গার্মেন্ট ম্যানুফ্যাকচারার্স এন্ড এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন (বিজিএমইএ) ও বাংলাদেশ নীটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স এন্ড এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন (বিকেএমইএ)-কে বুঝাইবে।

২.৫ 'ক্রেতা' বলিতে কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ বা প্রতিষ্ঠানকে বুঝাইবে যাহারা বাংলাদেশ হইতে তৈরি পোশাক আমদানি করিয়া থাকে।

২.৬ 'সাবকন্ট্রাক্টর প্রতিষ্ঠান/কারখানা' বলিতে রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান/কারখানার কার্যাদেশে পোশাক তৈরির কাজ সম্পাদনের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান/কারখানাকে বুঝাইবে।

২.৭ 'সাবকন্ট্রাক্টিং' বলিতে রপ্তানিকারক কর্তৃক রপ্তানি যোগ্য তৈরি পোশাক উৎপাদনের জন্য এই গাইডলাইন-এর আওতায় গৃহীত কার্যক্রমকে বুঝাইবে।

২.৮ 'সাবকন্ট্রাক্টিং চুক্তি' বলিতে এই গাইডলাইন-এর আওতায় তৈরি পোশাক প্রস্তুতকারক 'সাবকন্ট্রাক্টর প্রতিষ্ঠান/কারখানা' ও রপ্তানিকারকের মধ্যকার চুক্তি বুঝাইবে।

২.৯ 'চেকলিস্ট' বলিতে শ্রম কল্যাণ ও শ্রমিকদের নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক সময় সময় প্রস্তুতকৃত চেকলিস্ট যাহা পরিদর্শকগণ কারখানা পরিদর্শনের সময় ব্যবহারকরণ এবং যাহার ভিত্তিতে কারখানার কমপ্লায়েন্সের হালনাগাদ অবস্থা জানা সম্ভব হইবে।

২.১০ 'কমপ্লায়েন্স' বলিতে দেশের প্রচলিত আইন ও বিধি এবং ইহার আলোকে সরকার কর্তৃক অনুমোদিত চেকলিস্ট অনুযায়ী তৈরী পোশাক শিল্পের শ্রমিকদের কল্যাণ, শ্রম অধিকার এবং কর্মপরিবেশের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা বুঝাইবে।

২.১১ 'আরবিট্রেশন কমিটি' বলিতে সাবকন্ট্রাক্টিং-এর ক্ষেত্রে উদ্ভূত বিরোধ মীমাংসার জন্য সংগঠনসমূহে বিদ্যমান/গঠিত কমিটিকে বুঝাইবে।

৩.০ বিধানাবলি :

৩.১ 'সাবকন্ট্রাক্টিং প্রতিষ্ঠান/কারখানাকে' নির্ধারিত বিধিমালা অনুসরণপূর্বক সংগঠনের সদস্য হইতে হইবে এবং সদস্য পদ হাল-নাগাদ/নবায়ন থাকিতে হইবে।

৩.২ কমপ্লায়েন্স প্রতিপালনে সক্ষম কারখানা/প্রতিষ্ঠান সাবকন্ট্রাক্টিং কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করিতে পারিবে।

৩.৩ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান কেবলমাত্র সংগঠনের নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠানের সহিত সাবকন্ট্রাক্টিং চুক্তি করিতে পারিবে।

৩.৪ সাবকন্ট্রাক্টিং কার্যক্রমের জন্য একটি লিখিত চুক্তিপত্র থাকিতে হইবে এবং চুক্তিপত্রের একটি কপি সংশ্লিষ্ট সংগঠন বরাবর প্রেরণ করিতে হইবে।

৩.৫ সাবকন্ট্রাক্টিং কাজে নিয়োজিত কারখানা ভবনের স্ট্রাকচারাল ডিজাইন/লে-আউট প্লান যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হইতে হইবে।

৩.৬ সাবকন্ট্রাক্টিং কাজ প্রাপ্ত কারখানায় নিয়োজিত শ্রমিকদেরকে সরকার কর্তৃক ঘোষিত ন্যূনতম মজুরি (wages) প্রদান করিতে হইবে।

৩.৭ সাবকন্ট্রাক্টিং প্রতিষ্ঠান/কারখানা অবশ্যই কর্মরত শ্রমিকদের সরকারি নীতিমালার গ্রুপ বীমার আওতায় আনয়ন করিবে এবং নিয়মিতভাবে প্রিমিয়াম পরিশোধ করিয়া বিষয়টি হালনাগাদ রাখিবে।

৩.৮ তৈরি পোশাক রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান ও সাবকন্ট্রাক্ট প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান/কারখানার মধ্যে যদি কোনো বিরোধ দেখা দেয়, তাহা হইলে সৃষ্ট বিরোধ মীমাংসার জন্য যে কোনো পক্ষ সংগঠনের আরবিট্রেশন কমিটিতে আবেদন করিলে প্রচলিত আরবিট্রেশন বিধি মোতাবেক তাহা নিষ্পত্তি করিতে হইবে। এই ক্ষেত্রে যে কোনো বিরোধ ৪ (চার) সপ্তাহের মধ্যে নিষ্পত্তি করিতে হইবে।

৪.০ সংগঠনসমূহ প্রতি ৬ মাস অন্তর সাবকন্ট্রাক্টিং প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রম সম্পর্কিত প্রতিবেদন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের বস্ত্র সেল এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে প্রেরণ করিবে। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব/যুগ্ম-সচিব (রপ্তানি) এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠেয় আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় সাবকন্ট্রাক্টিং-এর বিষয় পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করা হইবে।

৫.০ সাবকন্ট্রাক্টর কারখানা/প্রতিষ্ঠানের কমপ্লায়েন্স প্রতিপালন বিষয়ে রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানে নজর রাখিবে এবং কোনো অনিয়ম পরিলক্ষিত হইলে সাথে সাথে সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সাবকন্ট্রাক্টিং প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনকে অবহিত করিবে।

৬.০ সাবকন্ট্রাক্টিং-এর কোনো পক্ষ কর্তৃক এই গাইডলাইন বা গাইডলাইন-এর কোনো বিধানের ব্যত্যয় ঘটানো হইলে দেশের আইন, বিধি ও নির্বাহী আদেশবলে সরকার ও সংগঠন কর্তৃক উৎপাদন বা রপ্তানি কাজে প্রদত্ত সেবা সাময়িক বা স্থায়ীভাবে বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে।

৭.০ সরকার প্রয়োজনে যে কোনো সময় এই গাইডলাইন-এ পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংযোজন বা বিয়োজন করিতে পারিবে।

(টিও-০১ অধিশাখা)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৬ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৬/৩০ মে ২০১৯

নং ২৬.০০.০০০০.১৫৬.৯৯.০১০.১৪.২৪৮—দেশের ব্যবসা বাণিজ্য উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রীকে পরামর্শ প্রদানের জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ১৬ এপ্রিল ২০১৯ তারিখের ২৬.০০.০০০০.১৫৬.৯৯.০১০.১৪.১৭৯ প্রজ্ঞাপনের অনুবৃত্তিক্রমে বাণিজ্য সহায়ক পরামর্শক কমিটিতে নিম্নবর্ণিত সদস্যগণকে অন্তর্ভুক্ত করা হলো:

১. জনাব মোঃ শফিউল ইসলাম মহিউদ্দিন, ব্যবস্থাপনা পরিচালক ওনাস গ্রুপ।

২. জনাব তপন চৌধুরী, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, স্কয়ার গ্রুপ।

৩. জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম, সভাপতি, লেদারগুডস এন্ড ফুটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স এন্ড এক্সপোর্টারস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ।

৪. জনাব এস. এম শামসুল আলম, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ওয়ালটন গ্রুপ।

২। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এ প্রজ্ঞাপন জারি করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মিরাজুল ইসলাম উকিল
উপসচিব।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
জননিরাপত্তা বিভাগ
আইন-২ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ১৩ আষাঢ় ১৪২৬/২৭ জুন ২০১৯

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০১৪.১৮-৫০৩**—ঢাকা জেলার ওয়ারী থানার মামলা নং-৩৫(০৩)১৮-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা পরস্পর যোগসাজসে নিষিদ্ধ সংগঠনের সদস্যপদ গ্রহণ, সমর্থন ও অপরাধ সংগঠনের ষড়যন্ত্রসহ প্রচেষ্টা করে সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের প্ররোচনাসহ সহায়তা করার অপরাধে জড়িত।

২। তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৪০ (২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হ'ল।

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০১৪.১৮-৫০৫**—ঢাকা জেলার আদাবর থানার মামলা নং-০৮(০৮)১৮-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামী দেশের জননিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্ব বিপন্ন করা উদ্দেশ্যে নিষিদ্ধ ঘোষিত জঙ্গী সংগঠন আনসার আল-ইসলাম এর সদস্য হয়ে উক্ত সংগঠনের সমর্থন ও সহায়তাকরণ এবং ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হওয়ার অপরাধে জড়িত।

২। তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৪০ (২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হ'ল।

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০১১.১৯-৫০৬**—চট্টগ্রাম জেলার চান্দগাঁও থানার মামলা নং-০১, তারিখ: ০১-১০-২০১৮ খ্রিঃ এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রের জনগণের নিরাপত্তা এবং শান্তি বিঘ্নিত করার জন্য সন্ত্রাসী কার্যের ষড়যন্ত্র ও প্ররোচিত করার অপরাধে জড়িত।

২। তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৪০ (২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হ'ল।

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০১১.১৯-৫০৭**—ঢাকা জেলার ধানমন্ডি মডেল থানার মামলা নং ০৬(০৮)১৭-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা সরকার তথা রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ক্ষতি সাধনের লক্ষ্যে নিষিদ্ধ ঘোষিত হিযবুত তাহরীর লিফলেট বিতরণের অপরাধে জড়িত।

২। তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৪০ (২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০১১.১৯-৫০৮**—গাইবান্ধা জেলার সদর থানার মামলা নং-১৮, তারিখ ০৫-১১-২০১৮ খ্রিঃ-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা নাশকতাসহ গোপন ষড়যন্ত্র ও জিহাদী বইয়ের মাধ্যমে সাধারণ ধর্মপ্রাণ মানুষকে প্ররোচিত করার অপরাধ সংগঠন, প্রচেষ্টা ও সহযোগিতার অপরাধে জড়িত।

২। তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৪০ (২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০১১.১৯-৫০৯**—ঢাকা জেলার বিমানবন্দর থানার মামলা নং ৪৩(০৫)১৮-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীগণ পরস্পর যোগসাজসে প্রতারণামূলকভাবে অন্যের পাসপোর্ট ব্যবহার করে ভুল তথ্য দিয়ে বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ এবং পরবর্তীতে ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধি করার অপরাধে জড়িত।

২। তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় পাসপোর্ট (অপরাধ) আইন, ১৯৫২ এর ৩(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হ'ল।

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০০৫.১৯-৫১০**—রংপুর জেলার তাজহাট থানার সাধারণ ডায়েরী নং-৯৬, তারিখ ০২-০৪-২০১৯ খ্রিঃ এ উল্লিখিত আসামীদের বিরুদ্ধে বিজ্ঞ আদালতে প্রসিকিউশন দাখিলের নিমিত্ত ফৌজদারী কার্যবিধি, ১৮৯৮ এর ১৯৬ ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্দ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হ'ল।

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০০৯.১৯-৫১১**—বরিশাল জেলার মুলাদী থানার মামলা নং-০১, তারিখ ০১-১০-২০১৮ খ্রিঃ-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা রাজনৈতিক প্রতিহিংসার বশবর্তী হয়ে সন্ত্রাসী কার্য সংঘটনের ষড়যন্ত্র করার অপরাধে জড়িত।

২। তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৪০ (২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০০৯.১৯-৫১২**—রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ী মডেল থানার মামলা নং-০৭, তারিখ ০৪-০৭-২০১৮ খ্রিঃ এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা নিষিদ্ধ সংগঠনে উদ্বুদ্ধ করে সন্ত্রাসী কার্যক্রম ও নাশকতার মাধ্যমে সরকারকে বিব্রত করার চেষ্টা ও সহায়তা করার অপরাধে জড়িত।

২। তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৪০ (২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০০৯.১৯-৫১৩**—টাঙ্গাইল জেলার সদর থানার মামলা নং-৪২, তারিখ ২৩-০৭-২০১৭ খ্রিঃ-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা দেশীয় অস্ত্র-সস্ত্রে বেআইনী জনতায় দলবদ্ধ হয়ে সন্ত্রাস ও নাশকতা করাসহ সরকারি কাজে বাধাদান করে সরকারি কর্মচারীদের গুরুতর জখম করার অপরাধে জড়িত।

২। তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৪০ (২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ শরীফুল আলম তানভীর
সহকারী সচিব।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
জনস্বাস্থ্য-২ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১১ আষাঢ় ১৪২৬ বঙ্গাব্দ/২৫ জুন ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

নং **৪৫.০০.০০০০.১৭১.০৪১.০১.১০(খণ্ড-১)-৩২৪**—বাংলাদেশের সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি (ইপিআই) সুষ্ঠু, কার্যকর ও সুচারুরুপে পরিচালনার লক্ষ্যে টিকাদান নীতিমালার আলোকে বাস্তবধর্মী পরিকল্পনা ও কর্মকৌশল প্রণয়ন এবং তা বাস্তবায়নে বিশেষজ্ঞ পরামর্শ প্রদানের জন্য বাংলাদেশের চিকিৎসা এবং জনস্বাস্থ্য বিষয়ক বিভিন্ন বিভাগের স্বতন্ত্র ও স্বনামধন্য বিশেষজ্ঞদের সরকার নিম্নোক্তভাবে National Immunization Technical Advisory Group (NITAG) গঠন করলেন।

(ক) **NITAG এর গঠন জ্যেষ্ঠতার (ভিত্তিতে নয়) :**

১।	অধ্যাপক ডাঃ চৌধুরী আলী কাউছার, প্রাক্তন চেয়ারম্যান শিশু বিভাগ, বিএসএমএমইউ, শাহবাগ, ঢাকা।	-চেয়ারম্যান
২।	অধ্যাপক ডাঃ মাহমুদুর রহমান, কনসালট্যান্ট, আইডিডি, আইসিডিডিআর'বি মহাখালী, ঢাকা।	কো-চেয়ারম্যান
৩।	অধ্যাপক ডাঃ আহমদ আবু সালেহ, চেয়ারম্যান, মাইক্রোবায়োলজি ও ইম্যুনোলজি বিভাগ, বিএসএমএমইউ, ঢাকা।	-সদস্য
৪।	অধ্যাপক ডাঃ সাইফ উল্লাহ মুন্সী, চেয়ারম্যান, ভাইরোলজি বিভাগ, বিএসএমএমইউ, শাহবাগ, ঢাকা।	-সদস্য
৫।	অধ্যাপক ডাঃ সানিয়া তাহমিনা, পরিচালক, রোগ নিয়ন্ত্রণ, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।	-সদস্য
৬।	অধ্যাপক ডাঃ খান আবুল কালাম আজাদ, অধ্যক্ষ, ঢাকা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, ঢাকা।	-সদস্য
৭।	অধ্যাপক ডাঃ নজরুল ইসলাম, ভাইরোলজি বিশেষজ্ঞ ও প্রাক্তন উপাচার্য, বিএসএমএমইউ, শাহবাগ, ঢাকা।	-সদস্য
৮।	অধ্যাপক ডাঃ মোঃ এখলাসুর রহমান, বিভাগীয় প্রধান, শিশু বিভাগ, আনোয়ার খান মডার্ন মেডিকেল কলেজ, ঢাকা।	-সদস্য
৯।	অধ্যাপক ডাঃ বে-নজির আহমদ, সিনিয়র ন্যাশনাল কনসালট্যান্ট, এইচএসএস, ইউনিসেফ, ঢাকা।	-সদস্য
১০।	অধ্যাপক ডাঃ রিদউয়ানুর রহমান, চিকিৎসা গবেষক, ইউনিভার্সাল মেডিকেল, মেডিকেল কলেজ, ঢাকা	-সদস্য
১১।	অধ্যাপক সমীর কুমার সাহা, অধ্যাপক, মাইক্রোবায়োলজি বিভাগ, শিশু হাসপাতাল, ঢাকা।	-সদস্য
১২।	অধ্যাপক ডাঃ এম শওকত হাসান, কনসালট্যান্ট, ল্যাবরেটরী মেডিসিন, ইমপালস হাসপাতাল, মহাখালী, ঢাকা।	-সদস্য
১৩।	ডাঃ ফারিহা হাসিন, সহযোগী অধ্যাপক, পাবলিক হেলথ এন্ড ইনফরমেটিক্স বিভাগ, বিএসএমএমইউ, ঢাকা	-সদস্য
১৪।	ডাঃ শামস এল আরেফিন, পরিচালক ও সিনিয়র সায়েন্টিস্ট, এমসিএইচডি, আইসিডিডিআর'বি, ঢাকা।	-সদস্য
১৫।	লাইন ডাইরেক্টর, এমএনসিএন্ডএএইচ, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।	-সদস্য

- প্রোগ্রাম ম্যানেজার-ইপিআই, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা NITAG এর সকল কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে যাবতীয় সাচিবিক দায়িত্ব পালন করবেন।
- টিকা এবং এতদসংক্রান্ত কার্যক্রম পর্যালোচনা ও মূল্যায়নের জন্য আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত পর্ষদ হিসাবে NITAG এর ধারাবাহিক অবস্থান ধরে রাখতে এই কমিটির সভাপতি এবং অন্যান্য সদস্যবৃন্দ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবেন এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা, সততা ও বস্তুনিষ্ঠতার সর্বোচ্চমান অব্যাহতভাবে বজায় রাখবেন এবং কমিটি কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তগুলো বৈজ্ঞানিক তথ্য-প্রমাণাদির উপর ভিত্তি করে নির্ধারিত হবে।

(খ) **NITAG এর কার্যপরিধি :**

১। বিদ্যমান নীতিমালাসমূহ বিশ্লেষণপূর্বক সর্বোত্তম জাতীয় টিকানীতি প্রণয়ন।

২। ভবিষ্যতে উন্নততর টিকা প্রযুক্তির গবেষণা, উন্নয়ন ও সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচিতে (ইপিআই) নতুন টিকা সংযোজনের ক্ষেত্রে বাস্তবধর্মী নীতি, পরিকল্পনা এবং কর্মকৌশল প্রণয়নে National Committee for Immunization Practice (NCIP), ইপিআই সহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহকে কারিগরী পরামর্শ প্রদান।

৩। জাতীয় টিকাদান কর্মসূচি মূল্যায়নের নিমিত্ত জাতীয় টিকাদান কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় ও কার্যকরী পরামর্শ প্রদান করা, যাতে করে টিকাদান কর্মসূচির গুণগত ও পরিমাণগত সফলতা নিরূপণ সম্ভব হয়।

৪। টিকা দ্বারা প্রতিরোধযোগ্য গুরুতর রোগসমূহ এবং তা প্রতিরোধে ব্যবহৃত টিকা সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহে বাংলাদেশ সরকারকে পরমর্শ প্রদান।

৫। টিকা নীতি প্রণয়নের উদ্দেশ্যে টিকা দ্বারা প্রতিরোধযোগ্য রোগ এবং প্রচলিত টিকার ব্যবহার সম্পর্কিত অপারেশনাল ও ক্লিনিক্যাল গবেষণা এবং এতদসংক্রান্ত অধিকতর তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহের প্রয়োজনীয়তা চিহ্নিতকরণ।

৬। NITAG প্রতি ৬ (ছয়) মাস অন্তর তার পর্ষদ কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রম ও সুপারিশের উপর ভিত্তি করে প্রস্তুতকৃত প্রতিবেদন NCIP-তে দাখিল করবে।

(গ) **NITAG এর মেয়াদকাল ও অন্যান্য শর্তাবলি :**

NITAG এর সম্মানিত সদস্যবৃন্দ ৩ (তিন) বছরের জন্য মনোনীত হবেন এবং সদস্যবৃন্দের নিরবচ্ছিন্ন সেবা প্রদান ও সন্তোষজনক মূল্যায়নের নিরিখে তাঁদের সদস্যপদের মেয়াদ আরো তিন বছরের জন্য নবায়ন করা যাবে। সদস্যবৃন্দের পরিবর্তন এমনভাবে করতে হবে যাতে কমিটির নতুন মেয়াদে বিদ্যমান কমিটির সদস্যদের এক তৃতীয়াংশের বেশী নতুন সদস্য দ্বারা প্রতিস্থাপিত না হয়। NITAG এর কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা রক্ষা এবং সূচারুরূপে পরিচালনার স্বার্থে এই পরিবর্তন করা যাবে।

(ঘ) সদস্যপদ বাতিলের কারণ :

NITAG এর তিনটি সভায় ধারাবাহিকভাবে যোগদানে ব্যর্থতা, স্বার্থের দ্বন্দ্ব থেকে একাত্মতার পরিবর্তন, পেশাদারিত্বের ঘাটতি (যেমন- গোপনীয়তা ভঙ্গ) ইত্যাদি কারণে কমিটির সদস্যপদ বাতিল বলে গণ্য হবে।

(ঙ) যথাযথ কর্তপক্ষের অনুমোদনক্রমে এই আদেশ জারি হলো এবং তা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

ড. গোলাম মোঃ ফারুক
উপসচিব।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
পৌর-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৭ আষাঢ় ১৪২৬ বঙ্গাব্দ/০১ জুলাই ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

নং **৪৬.০০.০০০০.০৬৩.৩২.০০৩.১৬-৬৮১**—চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌরসভার ১৫নং সাধারণ ওয়ার্ডের কাউন্সিলর জনাব মোঃ ইউনুসুর রহমান এর মৃত্যুজনিত কারণে স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এর ধারা ৩৩(১)(চ) মোতাবেক গেজেট প্রজ্ঞাপন জারির তারিখ হতে সরকার উক্ত ওয়ার্ড কাউন্সিলর এর পদ শূন্য ঘোষণা করিল।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ফারজানা মান্নান
উপসচিব।